

Vol. 6 | No. 1 | 1962

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জায়সী ও আলাওল স্তুতি খণ্ডের তুলনা

Volume	6
Issue	1
Year	1962
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	June 15, 1962
DOI	10.62328/sp.v6i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v6i1.1
Pages	1-34
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহি Check for updates
ষষ্ঠ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা
বর্ষা, ১৩৬৯

জায়সী ও আলাওল

স্তুতি খণ্ডের তুলনা

সৈয়দ আলী আহ্সান

(ক)

বর্তমান অধ্যায়ে আমি জায়সীর "পদুমাবত" এবং আলাওলের "পদ্মাবতী"র স্তুতি-খণ্ডের একটি তুলনামূলক আলোচনা করছি। জায়সী যখন তাঁর কাব্য লিখেছিলেন তখন তাতে কোনো সর্গ-বিভাগ করেন নি।[১] উপাখ্যানের ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে বক্তব্যের প্রয়োজন-অনুসারে কোনো প্রকার বিরতি দেন নি। জায়সীর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে সর্গ-বিভাগ নেই, মানের শরীফ খান্কায় রক্ষিত যে-পাণ্ডুলিপিকে আমরা প্রাচীনতম বলে মনে করছি—তাতেও কোনো সর্গ বিভাগ নেই। তবে মুদ্রিত পুথিতে সর্গ-বিভাগ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সর্গের নামকরণও করা হয়েছে। অধিকাংশ সম্পাদিত গ্রন্থে স্তুতি-খণ্ডের মধ্যে 'আল্লার বন্দনা,' 'রসূলের গুণকীর্তন', 'চারি আসহাবের বিবরণ' এবং 'জায়সীর আত্ম-পরিচয়' পাই।[২] আমি এখানে 'আল্লার বন্দনা' অংশটুকু গ্রহণ করেছি। আলাওলের বটতলায় মুদ্রিত পুথিতে[৩] এবং পরীক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলিতে[৪] আল্লার বন্দনা একটি স্বতন্ত্র সর্গ।

স্তুতি-খণ্ডে আলাওল মূল কাব্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। বক্তব্য-ব্যাখ্যার জন্য কোথাও দু'একটি চরণ সংযোজিত হয়েছে বটে কিন্তু ব্যতিক্রম হিসেবেই তা এসেছে—রীতি হিসেবে নয়। আলাওলে বরঞ্চ আমরা মূলের ভাব-সংক্ষেপই বেশী পাই।

রচনা-রীতির দিক থেকে জায়সীর কাব্যে একটি আশ্চর্য শৃংখলা এবং সুষমা লক্ষ্য করি। চতুর্দশ চরণ এবং একটি দোহা নিয়ে এক একটি স্তবক তৈরী হয়েছে। চরণগুলোতে কাহিনী-বর্ণনা এবং বক্তব্যের বিস্তার এবং দোহা-অংশে তত্ত্ব-নির্ণয়। এ-ব্যবস্থার পরিবর্তন কোনও স্তবকেই ঘটেনি। আলাওলের কাব্যে স্তবক-বিন্যাস নেই। শুধুমাত্র মূলের সঙ্গে তুলনা করে স্তবক নির্ধারণ করা যায় এবং তখন অনিয়মিত বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যাবে।

সুধাকর দ্বিবেদী স্তুতি-খণ্ডের প্রাথমিক অংশের যে ব্যাখা করেছেন তা অনেকটা দূরাগত। এটা সত্য যে জায়সী হিন্দু শাস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন, কিন্তু স্পষ্টতঃ স্তুতি-খণ্ডে কোরাণ এবং হাদিসের ভাষা অনুসারে আল্লার গুণকীর্তন করা হয়েছে। আল্লাকে জ্যোতি-স্বরূপ কল্পনায় মুসলমানদের প্রধান এবং প্রাথমিক বিশ্বাস। গুরু নানক এবং কবীরদাস সম্ভবতঃ এ কল্পনায় অনুরক্ত হয়ে পরম-ব্রহ্মকে জ্যোতিস্বরূপ বলেছিলেন। জায়সীর অন্য দুটি কাব্যেও, "অখরা-বট" ও 'আখিরী কলামে" আল্লার বন্দনা করা হয়েছে এবং সে-বন্দনার সঙ্গে 'পদুমাবতে'র স্তুতি-খণ্ডের মিল আছে। আমি উদাহরণ স্বরূপ "আখিরী কলামে"র স্তুতি-অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

পহিলে নাঁব দৈউ কর লীন্হা।
জেই জিউ দীন্হ, বোল মুখ কীন্হা॥
দীন্হেসি সির জো সঁবারৈ পাগা।
দীন্হেসি কয়া জো পহিরৈ তাগা॥
দীন্হেসি নয়ন-জোতি উজায়ারা।
দীন্হেসি দেখৈ কহঁ সংসারা॥
দীন্হেসি স্রবন বাত জেহি সুনৈ।
দীন্হেসি বুদ্ধি, জ্ঞান বহু গুনৈ॥
দীন্হেসি নাসিক লীজৈ বাসা।
দীন্হেসি সুমন সুগন্ধ বিরাসা॥

দীন্ হেসি জীভ বৈন-রস ভাখৈ।
দীন্ হেসি ভুগুতি, সাধ সব রাখৈ॥
দীন্ হেসি দসন, সুরঙ্গ কপোলা।
দীন্ হেসি অধর জে রচেঁ তঁবোলা॥
দীন্ হেসি বদন সুরূপ রঁগ, দীন্ হেসি মাথে ভাগ।
দেখি দয়াল, "মুহম্মদ" সীস নাই পদ লাগ॥

দীন্ হেসি কন্ঠ বোল জেহি মাহাঁ।
দীন হেসি ভুজাদণ্ড বল বাহাঁ॥
দীন্ হেসি হিয়া ভোগ জেহি জমা।
দীন্ হেসি পাঁচ ভূত আতমা॥
দীন্ হেসি বদন সীত ঔ ঘামূ।
দীন্ হেসি সুকৃখ-নীন্দ বিসরামূ॥
দীন্ হেসি হাথ চাহ জস কীজৈ।
দীন্ হেসি কর-পল্লব গহি লীজৈ॥
দীন্ হেসি রহস কূদ বহুতেরা।
দীন্ হেসি হরষ হিয়া বহু মেরা॥
দীনহেসি বৈঠক আসন মারৈ।
দীন্ হেসি বূত জো উঠেঁ সঁভারৈ॥
দীন্ হেসি সবৈ সঁপূরণ কায়া।
দীন্ হেসি দোই চলৈ কহঁ পায়া॥
দীন্ হেসি নৌ নৌ ফাটকা, দীনহেসি দসবঁ দুবার।
সো অস দানি 'মুহম্মদ', তিন্ হ কৈ হৌঁ বলিহার॥

প্রথমে প্রভুর নাম উচ্চারণ করছি, যিনি জীবন দিয়েছেন এবং মুখে ভাব দিয়েছেন। শিরস্ত্রাণে সজ্জিত করবার জন্য শির দিয়েছেন, কায়া দিয়েছেন পোষাক পরিধানের জন্য। সমস্ত সংসার দেখবার জন্য নয়ন-জ্যোতি দিয়েছেন উজ্জ্বল। শ্রবণ দিয়েছেন কথা শুনবার জন্য। বুদ্ধি দিয়েছেন জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য। নাসিকা দিয়েছেন আঘ্রাণের জন্য। সুগন্ধ বিলাসের জন্য দিয়েছেন ফুল। জিহ্বা দিয়েছেন রসাস্বাদনের জন্য। আহার্য দিয়েছেন, সকলেই যা আকাংখা করে। দশন দিয়েছেন, সুরঙ্গ কপোল দিয়েছেন, অধর দিয়েছেন

তাম্বুলের রাগে যা রঞ্জিত হয়। দেহ দিয়েছেন, সুন্দর ললাটে দিয়েছেন ভাগ্য। দয়ালকে দেখে তার পায়ে মুহম্মদ শির নোয়াচ্ছে।

কণ্ঠ দিয়েছেন এবং তার মধ্যে ভাব। ভুজদণ্ড দিয়েছেন শক্তি ধারণের জন্য। হৃদয় দিয়েছেন যেখানে ভোগ পুঞ্জীভূত হয়েছে। পঞ্চভূত দিয়েছেন এবং আত্মা দিয়েছেন। দেহ দিয়েছেন এবং দিয়েছেন শীত এবং গ্রীষ্ম। দিয়েছেন সুখনিদ্রা এবং বিশ্রাম। হাত দিয়েছেন যা দিয়ে গ্রহণ করা যায়। অনেক প্রকার আনন্দ উপভোগ দিয়েছেন। হৃদয়ে অনেক প্রকার হর্ষ দিয়েছেন। আসন দিয়েছেন অধিষ্ঠানের জন্য। শক্তি দিয়েছেন আত্মরক্ষার জন্য। সকলকেই পরিপূর্ণ কায়া দিয়েছেন। দুই পা দিয়েছেন যেখানে ইচ্ছা চলবার জন্য। নব-দ্বার দিয়েছেন, দশম দুয়ার দিয়েছেন ; তিনি দাতা, মুহম্মদ তার কাছে আত্মবলি দিচ্ছে।

পদুমাবতের তুলনায় এখানকার বন্দনা অনেক সংকীর্ণ। পদুমাবতে বক্তব্যের বিস্তার এবং অনবরত ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু কোথাও এ-বিস্তৃতি পাণ্ডিত্যের পরিপোষক হিসেবে আসে নি। বিশেষণের যে এক প্রকার সম্মোহন ও আচ্ছন্নতা আছে, জায়সী সুদক্ষ শিল্পীর মতো সর্বত্র তার সুযোগ নিয়েছেন। আলাওলের কারুকর্ম ততটা সূক্ষ্ম এবং বিস্তৃত নয়, কিন্তু পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতায় জায়সীর সঙ্গে তাঁর সহজেই তুলনা চলে। আত্মজ্ঞানের পরিচিতি-সূত্রে আলাওল তত্ত্ব, বুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যের সহায়তা নিয়েছেন, অন্য পক্ষে সৌন্দর্যের বিকল্প হিসেবে জায়সী তত্ত্বকে আশ্রয় করেছেন এবং সে-জন্যেই তাঁর তত্ত্ব-প্রকাশ সৌন্দর্যের সঙ্গে ওতপ্রোত। এ-সম্পর্কে আমি "পদ্মাবতী রত্নসেন ভেট খণ্ডে" বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

এখন পাঠ-আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। আমি প্রথমে জায়সীর পাঠ, তারপর মূল পাঠের বাংলা অনুবাদ দিয়ে আলাওলের পাঠ উদ্ধৃত করেছি। এবং সবশেষে উভয় পাঠের পার্থক্য নির্দেশ করেছি।

জায়সীর প্রথম স্তবক ঃ

সঁবরও আদি এক করতারূ।
জেই জিউ দীন্হ কীন্হ সংসারূ॥
কীন্হেসি প্রথম জোতি পরগাসূ।
কীন্হেসি তেহি পিরীত কবিলাসূ॥

কীন্‌হেসি অগিনি, পবন, জলখেহা।
কীন্‌হেসি বহুতৈ রঙ্গ উরেহা।।
কীন্‌হেসি ধরতী সরগ পতারু।
কীন্‌হেসি বরণ বরণ অবতারু।।
কীন্‌হেসি দিন দিনঅর সসি রাতী।
কীন্‌হেসি নখত তরাইন পাঁতী।।
কীন্‌হেসি সীউ ধূপ অউ ছাঁহা।
কীন্‌হেসি মেঘ বীজু তেহি মাহা।।
কীন্‌হেসি সপ্ত মহী ব্রহ্মাণ্ডা।
কীন্‌হেসি ভুবন চৌদহী খণ্ডা।।

কীন্‌হ সবৈ অস জাকর দুসর ছাজন কাহি।
পহিলৈ তাকর নাবঁলৈ কথা করোঁ ঔগাহি।।

বাংলা অনুবাদ ঃ

স্মরণ করি আদি এবং এক কর্তাকে, যিনি জীবন দিয়েছেন এবং সংসার সৃষ্টি করেছেন। সর্বপ্রথম তিনি এক জ্যোতি প্রকাশ করেছেন এবং সেই জ্যোতির কারণে সৃষ্টি করেছেন স্বর্গ। তিনি সৃজন করেছেন অগ্নি, পবন, জল, মৃত্তিকা এবং তা থেকে নির্মাণ করেছেন বহু বর্ণের চিত্র বিচিত্র। নির্মাণ করেছেন ধরিত্রী, স্বর্গ এবং পাতাল ; সৃজন করেছেন নানা প্রকারের জীব। তিনি দিনে সূর্য এবং রাত্রে শশী নির্মাণ করেছেন। তিনি অনেক অনেক পংক্তিতে নক্ষত্র-তারা সাজিয়েছেন, তিনি শীত, রৌদ্র, এবং ছায়া নির্মাণ করেছেন। তিনি সৃজন করেছেন মেঘ এবং মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ। তিনি নির্মাণ করেছেন সপ্তমহী ব্রহ্মাণ্ড এবং চতুর্দশ খণ্ড ভুবন। তিনি সব কিছু নির্মাণ করেছেন, তাঁর সমকক্ষতা আর কেউ করতে পারে না। প্রথমে তাঁর নাম স্মরণ করছি, তারপর কাহিনী বর্ণনা করছি।

আলাওল-এর প্রথম স্তবক ঃ

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
জেই প্রভু জিবদান সৃজিল সংসার।।
করিল প্রথম আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তারপরে প্রকট করিল কবিলাস।।

সৃজিলেন্ত আগুন পবন জল, ক্ষিতি।
নানারঙ্গে সৃজিলেন্ত করি নানা ভাঁতি॥
সৃজিলেন্ত পাতাল মহী স্বর্গ নর্ক আর।
স্থানে স্থানে নানাবর্ণ করিল প্রচার॥
সৃজিলেন্ত দিবাকর শশি দিবারাতি।
সৃজিলেন্ত নক্ষত্র নির্মল পাঁতি পাঁতি॥
সৃজিলেন্ত শীত গ্রীষ্ম রোদ্র ছায়া আর।
করিল মেঘের মাঝে বিদ্যুত সঞ্চার॥
সৃজিলেন্ত সপ্ত মহী সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড।
চতুর্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড॥

পার্থক্য-নির্দেশ ঃ

প্রথম স্তবকের প্রথম চরণে মূলে 'স্মরণ করি' কথাটি আছে। সে স্থানে আলাওলের সমস্ত পুঁথির পাঠেই 'প্রণাম করি' পাই। মূলের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের অর্থ হচ্ছে, তিনি প্রথম আদি জ্যোতি সৃষ্টি করলেন এবং সেই জ্যোতির কারণে ত্রিভুবন সৃষ্টি করলেন। আলাওলের পাঠ যদি হতো

তাঁর প্রীতি প্রকটিল সেই কবিলাস

তাহলে মূলের সঙ্গে সঙ্গতি থাকতো।

প্রথম স্তবকের দোহা-অংশের বক্তব্যের সারমর্ম আলাওলের মুদ্রিত পুঁথির স্তবক-শীর্ষে পাওয়া যায় ঃ

বিছমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ ... ... ইত্যাদি।

আলাওলের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে এ পাঠ নেই।

জায়সীর দ্বিতীয় স্তবক ঃ

কীন্ হেসি সাত সমুঁদ অপারা।
কীন্ হেসি মেরু খিখিন্দ পহারা।
কীন্ হেসি নদী নার অউ ঝরনা।
কীন্ হেসি মগর মচ্ছ বহু বরনা॥
কীন্ হেসি সাপ মোতী জেহি ভরে।
কীন্ হেসি বহুতৈ নগ নিরমরে॥

কীন্‌হেসি বণখণ্ড ঔ জরি মুরী।
কীন্‌হেসি তরিবর তার খজুরী॥
কীন্‌হেসি সাউজ আরণ রহহিঁ।
কীন্‌হেসি পংখি উড়হিঁ জহ চহহিঁ॥
কীন্‌হেসি বরণ সেত ও সামা।
কীন্‌হেসি ভুখ নীদঁ বিসরামা॥
কীন্‌হেসি পান ফুল বহুভোগূ।
কীন্‌হেসি বহু ঔষধ বহু রোগূ॥

নিমিখ ন লাগ করত ঔহি সবৈ কীন্‌হ পল এক।
গগন অন্তরিখ রাখা বাজু খম্‌ভ বিনু টেক॥

বাংলা অনুবাদ :

তিনি অপার সপ্ত সমুদ্র সৃজন করেছেন। মেরু এবং কিষ্কিন্ধা পাহাড় নির্মাণ করেছেন। নদী নালা এবং ঝর্ণা নির্মাণ করেছেন। অনেক প্রকারের কুমীর এবং মাছ সৃষ্টি করেছেন। শুক্তির মধ্যে মুক্তা ভরেছেন। অনেক প্রকারের নির্মল মণি তৈরী করেছেন। বন বানিয়েছেন এবং শিকড়, খেজুর ও তালবৃক্ষ বানিয়েছেন। শিকার করবার প্রাণী সৃষ্টি করেছেন যারা বনে ঘুরে বেড়ায়। পাখী সৃষ্টি করেছেন, যারা যেখানে ইচ্ছা উড়ে যায়। শ্বেত এবং শ্যাম বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। ভোগের জন্য পান ফুল সৃষ্টি করেছেন। অনেক ঔষধ সৃষ্টি করেছেন এবং অনেক রোগ। এসব করতে তাঁর এক নিমেষও লাগেনা। এক পলকেই তিনি সব কিছু করেন। গগন অন্তরীক্ষকে স্তম্ভ ছাড়াই স্থির রেখেছেন।

আলাওল-এর দ্বিতীয় স্তবক :

সৃজিলেন্ত সমুদ্র মেরু জলচর কুল।
সৃজিলেন্ত ছিপিতে মুক্তা রত্ন বহু মূল॥
সৃজিলেন্ত পান ফুল বহু ভোগ্য স্বাদ।
সৃজিলেন্ত নানা রোগ নানান ঔষধ॥
এতেক সৃজিতে তিল না হৈল বিলম্ব।
অন্তরীক্ষ গগন রাখিছে বিনি স্তম্ভ॥

পার্থক্য-নির্দেশ ঃ

দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় এবং চতুর্থ চরণের অনুবাদ আলাওলে পাওয়া যায় না। জায়সীর ৭ থেকে ১২ চরণের অনুবাদও আলাওলে পাওয়া যায় না।

জায়সীর তৃতীয় স্তবক ঃ

কীন্‌হেসি মানুস দীন্‌হ বড়াঈ।
কীন্‌হেসি অন্ন ভুগুতি তেই পাঈঁ ॥
কীন্‌হেসি রাজা ভুঁজই রাজ।
কীন্‌হেসি হসতি ঘোর তেহি সাজ ॥
কীন্‌হেসি তেহি কহঁ বহুত বিরাসূ।
কীন্‌হেসি কোই ঠাকুর কোই দাসূ ॥[৯]
কীন্‌হেসি দরব গরব জেহি হোঈ।
কীন্‌হেসি লোভ অঘাই ন কোঈ ॥
কীন্‌হেসি জিঅন সদা সব চহা।
কীন্‌হেসি মীচুন কোঈ রহা ॥
কীন্‌হেসি সুখ অউ ক্রোড় অনন্দ।
কীন্‌হেসি দুখ চিন্তা ঔ ধন্দূ ॥
কীন্‌হেসি কোঈ ভিখারি কোই ধনী।
কীন্‌হেসি সঁপতি বিপতি[১০] বহু ঘনী ॥

কীন্‌হেসি কোঈ নিভরোসী, কীন্‌হেসি কোই বরিআর।
ছারহি তহঁ সব কীন্‌হেসি পুনি কীন্‌হেসি সব ছার।

বাংলা অনুবাদ ঃ

তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, অন্ন দিয়েছেন ভোজনের জন্য। রাজ্য-ভোগের জন্য রাজা করেছেন কাউকে—তার আরোহণ সজ্জার জন্য দিয়েছেন হস্তী এবং ঘোড়া। তার জন্য বহু বিলাস-দ্রব্য এনেছেন। কাউকে করেছেন প্রভু (ঠাকুর) আবার কাউকে করেছেন দাস। এমন দ্রব্য সৃষ্টি করেছেন যা পেয়ে গর্ব বোধ হয়। লোভ সৃষ্টি করেছেন যা কখনও পূর্ণ হয় না। জীবন সৃষ্টি করেছেন যা সদা সকলেই আকাংখা করে। মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যার কাছ থেকে কারও মুক্তি নেই। সুখ সৃষ্টি করেছেন এবং অফুরন্ত

(কোটি) আশা। দুঃখ-চিন্তা এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন। কাউকে করেছেন ভিক্ষুক এবং কাউকে ধনী। সম্পত্তি দিয়েছেন এবং বিপত্তি দিয়েছেন। কাউকে করেছেন দুর্বল এবং কাউকে বলী। ধূলো বা ভস্ম থেকে সব বস্তুর উৎপত্তি এবং পুনরায় ভস্মতেই তার শেষ।

আলাওলের তৃতীয় স্তবক :

সৃজিলেন্ত নৃপতি ভুঞ্জয় সুখ রাজ।
হস্তী অশ্ব নর আদি দিছে তার সাজ॥
সৃজিলেন্ত নানাদ্রব্য এ ভোগ্য বিলাস।
কাকে কৈল ঈশ্বর কাকে কৈল দাস॥
আপন প্রচার হেতু সৃজিল জীবন।
নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ।
কাকে কৈল সুখ ভোগ সতত আনন্দ।
কেহ দুঃখ উপবাসী চিন্তাযুক্ত ধন্দ॥
কাকে কৈল ভিক্ষুক কাকে কৈল ধনি।
কাকে কৈল নির্গুণি কাকে কৈল গুণি॥
কাকে কৈল নির্বলি কাকে বলি আর।
ছার হোন্তে জন্মিয়া করএ পুনি ছার॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

তৃতীয় স্তবকে জায়সীর মূলের ৭ম ও ৮ম চরণের অনুবাদ আলাওলে পাওয়া যায় না।

জায়সীর চতুর্থ স্তবক :

কীন্ হেসি অগর কসতুরী বেনা।
কীন্ হেসি ভীমসেনি অউ চেনা[১১]॥
কীন্ হেসি নাগ মুখই বিখ[১২] বসা।
কীন্ হেসি মনত্র হরই জো উসা॥
কীন্ হেসি অমীঁ জিঅই জেহি পাঈ।
কীন্ হেসি বিখ জো মীঁচু তেহি খাঈ॥

কীন্ হেসি ঊখ মীঠ রস ভরী।
কীন্ হেসি করূই বেলি বহু ফরী॥[১৩]
কীন্ হেসি মধু লাবই লেই মাঁখী।
কীন্ হেসি ভবঁর পংখি অউ পাঁখী॥
কীন্ হেসি লোবা উন্দুর চাঁটী।
কীন্ হেসি বহুত রহহিঁ খনি মাঁটী।
কীন্ হেসি রাকস ভূত পরেতা।
কীন হেসি ভোকস দেব দএতা॥

কীন হেসি সহস অঠারহ বরণ বরণ উপরাজি।
ভুগুতি দীন্হ পুনি সব কহঁ সকল সাজনা সাজি॥

বাংলা অনুবাদ ঃ

তিনি অগুরু, কস্তুরী এবং খস সৃষ্টি করেছেন, ভীম-সেনী এবং চীনা-কর্পূর সৃষ্টি করেছেন। নাগ সৃষ্টি করেছেন যার মুখে বিষের বসতি এবং মন্ত্র সৃষ্টি করেছেন যা বিষ হরণ করে। অমৃত সৃষ্টি করেছেন যা পান করে প্রাণী জীবন পায়। বিষ সৃষ্টি করেছেন, যে তা পান করবে তার মৃত্যু হবে। ইক্ষু সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে মিষ্ট রস আছে। ফলপূর্ণ কটুলতা সৃষ্টি করেছেন। মধু সৃষ্টি করেছেন, মক্ষিকা যা আহরণ করে। ভ্রমর, পক্ষী এবং পতঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। শৃগাল, মুষিক এবং পিপীলিকা সৃষ্টি করেছেন। আরও অনেক জীব সৃষ্টি করেছেন যারা মৃত্তিকা খনন করে বাস করে। রাক্ষস, ভূত, এবং দৈত্য সৃষ্টি করেছেন। অষ্টাদশ সহস্র বিভিন্ন প্রকারের জীব সৃষ্টি করেছেন। যার যেরূপ প্রয়োজন তাকে সেই প্রকার ভোগ্য-সামগ্রী দিয়েছেন।

আলাওলের পঞ্চম স্তবক ঃ

সুগন্ধি সৃজিল প্রভু স্বর্গ আকুলিতে।
সৃজিলেন্ত দুর্গন্ধ নরক জানাইতে॥
মিষ্টরস সৃজিলেন্ত কৃপা অনুরোধ।
তিক্ত কটু কষা সৃজি জানাইল ক্রোধ॥
পুষ্পে জন্মাইল মধু গোপত আকার
সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার॥

সুরাসুর রাক্ষস গন্ধর্ব্য অপসর।
কীট পিপীলিকা আদি যত চরাচর ॥
অষ্টাদশ সহস্র বরণ অনুপাম।
ভুগুতি বন্টিতে হৈল সিদ্ধ মনস্কাম ॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

জায়সীর চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ আলাওলে যথাযথ পাওয়া যায় না। মূলের কয়েকটি মাত্র চরণের অনুবাদ আছে। তা ছাড়া, অধিকাংশ চরণেরই ভাবানুসরণ আছে। যেমন জায়সী যেখানে বলেছেন, "তিনি অগুরু, কস্তুরী এবং খস সৃষ্টি করেছেন, ভীমসেনী এবং চীনা কর্পূর সৃষ্টি করেছেন", আলাওলের কাব্যে সেখানে আছে : "সুগন্ধি সৃজিল প্রভু স্বর্গ আকুলিতে"। যেখানে জায়সীতে আছে, "তিনি ইক্ষু সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে মিষ্ট রস আছে এবং ফলপূর্ণ কটুলতা সৃষ্টি করেছেন," আলাওল সেখানে বলেছেন :

মিষ্টরস সৃজিলেন্ত কৃপা অনুরোধ।
তিক্ত কটু কষা সৃজি জানাইল ক্রোধ ॥

জায়সী যেখানে বলেছেন, "মধু সৃষ্টি করেছেন, মক্ষিকা যা আহরণ করে," আলাওলের অনুবাদে তার ভাবগত বিস্তার ঘটেছে। আলাওল বলেছেন :

পুষ্পে জন্মাইল মধু গোপত আকার।
সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার ॥

জায়সীর পঞ্চম স্তবক :

ধনপতি উহই জেহি সংসারু।
সবহি দেই নিতি ঘট ন ভঁড়ারু ॥
জাচত জগত হস্তি অউ চাঁটা।
সব কহঁ ভুগুতি রাতি দিন বাঁটা ॥
তা করি দিসিটি সবহি উপরাহী।
মিতর সতরু কোই বিসরই নাহঁী ॥
পংখা পতঁগ ন বিসরই কোঈ।
পরগট গুপুত জহঁী লগি হোঈ ॥

ভোগ ভুগুতি বহু ভাঁতি উপাঈ।
সব্‌হি খিআবই আপু ন খাঈ॥
তা কর ইহই জো খানা পিঅনা।
সব কহঁ দেই ভুগুতি অউ জিঅনা॥
সবহি আস তা করি হর সাঁসা।[১৪]
ঔহি ন কাহু কই আস নিরাসা॥

জুগ জুগ দেত ঘটা নহঁী উভই হাথ তস কীন্‌হ।
অউরূ জো দীন্‌হ জগত মঁহ সো সব তা কর দীন্‌হ॥

বাংলা অনুবাদ ঃ

ধনপতি তিনি, যার এ সংসার। তিনি সকলকে নিত্য দান করছেন, কিন্তু তার ভাণ্ডার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না। এই পৃথিবীতে হস্তী থেকে পিপীলিকা পর্যন্ত যত প্রাণী আছে, সকলের জন্য ভোজ্যদ্রব্য রাত্রিদিন বণ্টন করেছেন। তাঁর দৃষ্টি সকলের উপর আছে ; মিত্র, শত্রু, কাউকে তিনি বিস্মৃত হন না। অনেক উপায়ে অনেক ভোগ-ভোজন সকলকে খাওয়ান, কিন্তু নিজে কিছু খান না। সকলকে আহার দেন এবং জীবন দেন। তাই তাঁর পান এবং ভোজন। প্রতিটি শ্বাসে তাঁর উপর আশা রাখছে সকলেই। তিনি কারো আশাকে নিরাশায় পরিণত করেন না। যুগ যুগ ধরে তিনি দিয়েছেন, উভয় হাত দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর ভাণ্ডার শূন্য হচ্ছে না। এ পৃথিবীতে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, সবই তাঁর দান।

আলাওলের পঞ্চম স্তবক ঃ

সেই ধনপতি সব যাহার সংসার।
সকলেরে দেন্ত নিত্য না টুটে ভাণ্ডার॥
জগ জীব পশু পক্ষী পিপীলিকা আর।
কাকে নাহি বিস্মরয় দিয়াছে আহার॥
সকলের উপরে তাহার দৃষ্টি আছে।
কিবা মিত্র কিবা শত্রু কাকে নাহি বাছে॥
হেন দাতা আছে কোথা শুন জগজনে।
সবাকে খায়াএ পুনি না খায় আপনে॥

জীবন আহার দানে করিছে আশ্বাস।
সকলের আশা পূরে আপনি নৈরাশ॥
যুগে যুগে করে দান না টুটে ভাণ্ডার।
জগ জনে যাহা দিছে সেই দান তার॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

এ স্তবকে আলাওলের অনুবাদে মূলের সঙ্গে সঙ্গতি খুবই স্পষ্ট। শুধুমাত্র জায়সীর ৭ম ও ৮ম চরণের রূপান্তর নেই। জায়সীর ত্রয়োদশ চরণের দুটি পাঠ পাওয়া যায়—

সবহি আস তা করি হর সাঁসা

এবং

সবৈ আস-হর তা কর আশা।

প্রথমটি সুধাকর দ্বিবেদীর সংস্করণে এবং দ্বিতীয়টি রামচন্দ্র শুক্ল-র। প্রথম পাঠের অর্থ 'প্রতিটি শ্বাসে তাঁর উপর আশা রাখছে সকলেই'। দ্বিতীয় পাঠের অর্থ 'সকলেই আশাহীন, একমাত্র তিনিই আশাস্থল'। আলাওলের অনুবাদ এর সঙ্গে সমতা রাখেনি—'জীবন আহার দানে করিছে আশ্বাস'। জায়সীর পরবর্তী চরণ 'ঔহি ন কাহু কই আস নিরাসা,' অর্থাৎ 'তিনি কারো আশাকে নিরাশায় পরিণত করেন না' আলাওলে রূপ নিয়েছে 'সকলের আশা পুরে আপনে নৈরাশ'।

জায়সীর ষষ্ঠ স্তবক :

আদি সোই বরন উঁ বড়[১৫] রাজা।
আদি হু অন্ত[১৬] রাজ জেহি ছাজা॥
সদা সরবদা রাজ করেঈ।
অউ জেহি চহই রাজ তেহি দেঈ॥
ছতরি অছতরি[১৭] নিছতরহি ছাবা।
দোসর নাহিঁ জো সরবরি পাবা॥
পরবত ঢাহি দেখু সব লোগূ।
চাঁটহি করই হসতি সরি জোগূ॥
বজরহি তিন কই মারি উড়াঈ॥
তিনহি বজর কই দেই বড়াঈ॥

কাহুহি ভীগ ভুগুতি সুখ সারা।
কাহুহি ভীখ ভবন দুখ মারা ॥[১৮]
তা কর কীনহ ন জানই কোঈ।
করই সোই মন চিত্ত ন হোঈ ॥[১৯]

সবই নাস্তি বহ অসথির অইস সাজ জেহি কেরি।
এক সাজই অউ ভাঁজই চহই স বারই ফেরি ॥

বাংলা অনুবাদ ঃ

সেই মহত্তম রাজার কথা প্রথমে বর্ণনা করছি, সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যাঁর রাজ্য শোভিত। সদা সর্বদা তিনি রাজত্ব করছেন, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, তাকেই রাজ্য দান করেন। যার ছত্র আছে তাকে ছত্রহীন করেন এবং যার ছত্র নেই তাকে আচ্ছাদন দেন। দ্বিতীয় আর কেউ নেই যে তাঁর সমকক্ষতা করতে পারে। সকলেই দেখতে পায় তিনি পর্বতকে ধ্বংস করেন, পিপীলিকাকে হস্তীর সমতা-যোগ্য করেন। বজ্রকে তৃণসম করে উড়িয়ে দেন, তৃণকে বজ্রসম করে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। কারো জন্য ভোগ ভোজন এবং সুখ রচনা করেন, কাউকে মৃতকল্প করেন ভিখারী করে এবং ভবন-দুঃখ দিয়ে। তাঁর ক্রিয়া-করণ কেউ জানে না। মন এবং চিত্তে যে কথা জাগে না, তা তিনি করেন। সংসারে সমস্ত কিছুই নাস্তি, তিনিই একমাত্র স্থির—এ-সমস্তই তাঁর সুসজ্জিত সৃষ্টি। তিনি একজনকে গড়েন এবং অন্যজনকে ভাঙ্গেন। এবং যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাকে আবার নতুন করে গড়েন।

আলাওলের ষষ্ঠ স্তবক ঃ

আদি অন্ত সংসারে সেই এক রাজা।
ত্রিলোকের জীবজন্তু যারে করে পুজা ॥
সবান পর সে সেই সে ঈশ্বর।
যারে চাহে তার ছায়া করে রাজ্যধর ॥
নৈরাশ করএ তিল রঙ্কের প্রমান।
আর কেহ নাহি তাঁর দোসর সমান ॥
পর্বত করএ রেনু দেখে সর্বলোকে।
হস্তীরে করএ পিপীলিকা সমযোগ ॥

যেই ইচ্ছা সেই করে কেহ নাহি জানে।
মন বুদ্ধি অন্ধ ধন্দ তাহার কারণে ।
সেই সে সকল গড়ে সকল ভাঙ্গয়।
ভাঙ্গিয়া গঠএ পুনি যদি মনে লয় ।।

পার্থক্য নির্দেশ :

ষষ্ঠ স্তবকের নবম থেকে দ্বাদশ চরণের অনুবাদ আলাওল করেন নি। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণে যেখানে জায়সী বলছেন, 'সদা সর্বদা তিনি রাজত্ব করছেন, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তাকেই রাজ্যদান করেন। যার ছত্র আছে তাকে ছত্রহীন করেন এবং যার ছত্র নেই তাকে আচ্ছাদন দেন। দ্বিতীয় আর কেউ নেই যে তাঁর সমকক্ষতা করতে পারে।' আলাওল সেখানে বলছেন, "সকলের উপর তিনি, তিনিই ঈশ্বর, যাকে ইচ্ছে করেন তাকেই আচ্ছাদন দিয়ে রাজ্যধর করেন। দাসের সমতুল্য করে কাউকে নিরাশ করেন। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই।" আলাওল এখানে মূলের অনুসরণ করেছেন তার শব্দগত অর্থের বিন্যাসকে অবলম্বন ক'রে নয়, কিন্তু তার ভাব-রূপকে সমর্থন করে। জায়সীর 'ছতরি অছতরি নিছতরহি ছাবা'-র অনুবাদ আলাওল করেন নি। কিন্তু এখানকার ছত্রাচ্ছাদন কথাটি জায়সীর ৪র্থ চরণের উপর আরোপ করে তার অর্থ বিস্তার ঘটিয়েছেন।

জায়সীর সপ্তম স্তবক :

অলখ অরূপ অবরণ সো করতা।
বহ সব সউঁ সব ঔহি সউঁ বরতা ।।
পরগট গুপুত সো সরব বিআপী।
ধরমী চীন্হ চীন্হ নহিঁ পাপী।
না ঔহি পুত ন পিতা ন মাতা।
না ঔহি কুটুঁব ন কোই সঁগ নাতা ।।
জনা ন কাহু ন কোই উহি জনা।
জহঁ লগি সব তা কর সিরজনা ।।
বেই সব কীন্হ জহঁা লগি কোঈ।
বহ ন কীন্হ কাহূ কর হোঈ ।।
হুত পহিলই অউ অব হই সোঈ।
পুনি সো রহই রহই নহিঁ কোঈ ।।

অউরু জো হোই সো বাউর অন্ধা।
দিন দুই চারি মরই কই ধন্ধা ।।

জো যেই চহা সো কীন্ হেসি করই জো চাহই কীন্ হ।
বরজন হার ন কোঈ সবহি চাহি জিউ দীন্ হ ।।

বাংলা অনুবাদ ঃ

বিশ্বকর্তা অলক্ষ্য, অরূপ এবং অবর্ণনীয়। তিনিই সমস্ত কিছু এবং সমস্ত কিছুই তার মধ্যে। তিনি কোথাও প্রকট রূপে, কোথাও গুপ্ত রূপে সর্বত্রই ব্যাপ্ত। যে ধার্মিক সেই তাকে চিনতে পারে, যে পাপী সে পারে না। তার পুত্র নেই, পিতা নেই, মাতা নেই, না তার কোনো কুটুম্ব আছে, না কারো সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে। তিনি কাউকে প্রজনন করেন নি এবং কারো দ্বারা তিনি প্রজাত হন নি। যতদূর পর্যন্ত পৃথিবীতে কিছু আছে, সবই তিনি সৃজন করেছেন যেখানে যা আছে সবই তিনি করেছেন, কিন্তু কেউ তাকে সৃষ্টি করে নি। প্রথমেও তিনি ছিলেন এবং এখনও তিনি আছেন, পরেও তিনি থাকবেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না। আর যা কিছু আছে সব উন্মাদ এবং অন্ধ, দুচার দিন কাজ করে সব মরে যাবে। যা তিনি চেয়েছেন করেছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন। তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। সকলকে আপন ইচ্ছায় তিনি জীবন দিয়েছেন।

আলাওলের সপ্তম স্তবক ঃ

অলক্ষ অরূপ অবরণ সেই কর্তা।
তাহা হন্তে সকল সেই জগত হর্তা।।
প্রকট গোপত আছে সর্ব বেয়াপি।
ধার্মিক চিহ্নয় তারে না চিহ্নয় পাপী ।।
তাত মাত দারা সুত সকল বর্জিত।
দোসর কুটুম্ব নাহি সম্বন্ধ রহিত ।।
আপনে সৃজক সেই না হয় সৃজন।
যেন ছিল তেন আছে থাকিব তেমন।।
যেই জনে আন ভাবে সেই মুর্খ অন্ধ।
দিন চারি বিলম্বে মরিব হৈব ধন্দ ।।

যাহা ইচ্ছা তাহা করে, করে যাহা ভাবে।
বুঝিতে না পারে কেহ অপচয় লভে॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

সপ্তম স্তবকের অষ্টম, নবম ও দশম চরণের অনুবাদ আলাওল করেন নি। অন্যান্য চরণের অনুবাদ আশ্চর্য রকমের মূলানুগ, এমন কি শব্দ-বিন্যাসে পর্যন্ত সমান্তরালতা আছে। মূলের "অলখ অরূপ অবরণ সো করতা," বাংলাতে অবিকল তাই আছে "অলক্ষ অরূপ অবরণ সেই কর্তা"। শুধু দুইটি চরণের অর্থে মূলের সঙ্গে বিরোধিতা আছে। যেখানে মূলে সাধারণ জনন প্রক্রিয়ার অর্থে আছে যে, তিনি কাউকে জন্ম দেন না এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি, সেখানে আলাওল বিশ্ব ও মানব সৃষ্টির দার্শনিক অর্থে বলেছেন, 'তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেন কিন্তু তাকে কেউ সৃষ্টি করে নি'। অন্যত্র যেখানে মূলে আছে, "যা তিনি ইচ্ছা করেন, তাই তিনি করেন, তাকে বাধা দেবার কেউ নেই, সকলকে আপন ইচ্ছায় তিনি জীবন দিয়েছেন", আলাওলের অনুবাদে সেখানে অর্থ-বিকৃতি আছে,

যাহা ইচ্ছা তাহা করে, করে যাহা ভাবে।
বুঝিতে না পারে কেহ অপচয় লভে।

জায়সীর অষ্টম স্তবক :

এহি বিধি চীহ্নহু করহু গিআনূ।
জস পুরান মঁহ লিখো বখানূ॥
জীউ নাহিঁ পই জিঅই গোসাঈ।
কর নাহঁী পই করই সবাঈ॥
জীভ নাহিঁ পই সব কিছু বোলা॥
তণ নাহঁী জো ডোলাউ সো ডোলা॥
স্রবন নাহিঁ পই সব কিছু সুনা।
হিঅ নাহঁী গুননঁা সব গুনা॥
নয়ন নাহিঁ পই সব কিছু দেখা।
কবন ভাঁতি অস জাই বিসেখা॥
না কোই হোই হই ঔহি কে রূপা।
না উহি অস কোই অইস অনূপা॥

না ঔহি ঠাউঁ ন ঔহি বিনু ঠাউঁ ।
রূপ রেখ বিনু নিরমর নাউঁ ।।

না বহু মিলা ন বেহরা অইস রহা ভরি পুরি ।
দিসিটিবন্ত কহঁ নীঅরে অন্ধ মুরূখ কহঁ দুরি ।।

বাংলা অনুবাদ ঃ

এভাবে তাকে জান এবং তার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ কর যেভাবে পুরাণে বর্ণিত আছে। তিনি কোনও জীবাত্মা নন, কিন্তু তিনি সব কাজ করেন। জিহ্বা নেই কিন্তু সবকিছু বলেন, তনু নেই কিন্তু যা তিনি নাড়া দেন তাই নড়ে। শ্রবণ নেই কিন্তু সব কিছু তিনি শুনতে পান, হৃদয় নেই কিন্তু তিনি গুণাগুণ পরীক্ষা করতে পারেন। নয়ন নেই কিন্তু সব কিছু দেখতে পা । কোন্ বিশেষ রূপে তাঁকে বর্ণনা করব? তাঁর আকৃতি আর কারো নেই। তাঁর মত অনুপম আর কেউ নয়। তাঁর কোনও স্থান নেই এবং তিনি স্থান-বিবর্জিত নন। রূপরেখাবিহীন তাঁর নাম নির্মল। তিনি কারো সঙ্গে সংযুক্ত নন, কারো থেকে বিচ্ছিন্নও নন। সংসারে তিনি এমন পরিপূর্ণরূপে আছেন যে, দৃষ্টিবন্তের কাছে অনেক নিকটে, কিন্তু অন্ধ মূর্খের কাছে অনেক দূরে।

আলাওলের অষ্টম স্তবক ঃ

এহি বিধি চিহ্ন প্রভু র য়া যে জ্ঞান।
যেন মতে পুরাণে আগে করিছে বাখান ।।
বিনি জীবে জিয়ে বিনি করে করে কর্ম।
জিহ্বা নাহি বলে সেই কে জানিব মর্ম ।।
অঙ্গ নাহি সব কিছু কর্ণ বিনু শুনি।
হিয়া বিনু ভূত ভবিষ্যৎ সব গুনি ।।
চক্ষু বিনু হেরি পন্থ পথ বিনে গতি।
কোন রূপ সম নহে অনন্ত মূরতি ।।
স্থান বিবর্জিত মাত্র আছে সর্ব ঠাম।
রূপ রেখা বিবর্জিত মাত্র আছে সর্ব ঠাম।
রূপ রেখা বহির্ভূত নিরমল নাম ।।
কাহাতে না মিশে সর্বঠামে ভরিপুর।
দৃষ্টিমন্ত নিকটেতে মূর্খ অন্ধে দুর ।।

পার্থক্য-নির্দেশ :

অষ্টম স্তবকের অনুবাদ মূলের সঙ্গে যথাযথ, শুধু মূলের 'তন্ নাহী ডোলাউ-সো'-এর ভাষান্তর আলাওলে নেই। এ চরণ থেকে 'তন্ নাহী' কথাটি পরবর্তী চরণে আরোপ করে আলাওল অর্থ করেছেন, 'অঙ্গ নাহি সব কিছু কর্ণ বিনু শুনি—' দুটি চরণ এক সঙ্গে জড়িত করায় মূলের অর্থ-সঙ্কোচ ঘটেছে।

জায়সীর নবম স্তবক :

অউরু জো দীনহেসি রতন অমোলা।
তা কর মরম ন জানই ভোলা॥
দীন্ হেসি রসনা অউ রস ভোগূ।
দীন্ হেসি দসন জো বিহঁসই জোগূ॥
দীন্ হেসি জগ দেখই কঁহ নয়না।
দীন্ হেসি স্রবণ সুনই কঁহ বয়না॥
দীন্ হেসি কণ্ঠ বোলি জেহি মাহাঁ।
দীন্ হেসি কর-পল্লউ বর বাঁহা॥
দীন্ হেসি চরণ অনূপ চলাঁহী।
সো পই মরম জানু জেহি নাহিঁ॥
জোবন মরম জানু পই বুঢ়া।
মিলা ন তরা নাপা জগ ঢুঁঢ়া॥
সুখ কর[২০] মরম ন জানই রাজা।
দুখী জানু জা কঁহ দুখ বাজা।

কয়া ক মরম জানু পই রোগী ভোগী রহই নিচিন্ত।
সব কর মরম গোসাঈ জানই জো ঘট ঘট মহঁ নিন্ত॥

বাংলা অনুবাদ :

আরও যে সমস্ত অমূল্য রত্ন প্রভু দিয়েছেন, সাধারণ লোক তার মর্ম জানে না। রসনা দিয়েছেন এবং তার ভোগের জন্য দিয়েছেন অনেক রস। দাঁত দিয়েছেন হাসবার জন্য। সংসার দেখবার জন্য দিয়েছেন নয়ন, বচন শুনবার জন্য দিয়েছেন শ্রবণ। কণ্ঠ দিয়েছেন যার মধ্যে স্বর আছে। কর-পল্লব এবং বাহু দিয়েছেন। অনুপম চরণ দিয়েছেন, যা দিয়ে সকলে চলে। এ সবের

মর্ম সেই জানে যার এ সব নেই। যে বৃদ্ধ সেই যৌবনের মর্ম জানে। সে সমস্ত জগত ঘুরেও তারুণ্যের সন্ধান পায় নি। সুখের মর্ম রাজা কখনই জানেন না। যে দুঃখী দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে সেই তার মর্ম জানে। কায়ার মর্ম জানে রোগী। ভোগী সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকে। সব কিছুর মর্ম জানেন গোঁসাঈ, যিনি নিত্য সর্ব ঘটে আছেন।

আলাওলের নবম স্তবক ঃ

আর যত দিয়া হস্ত রত্ন অমূলিত।
না জানএ মূর্খ তার মর্ম কদাচিত ॥
বাক্য ষট রস হেতু রসনা প্রসাদ।
হাস্য লাগি দশন লইতে নানা স্বাদ ॥
দরশন হেতু দিয়া আছে চক্ষু জ্যোতি।
শ্রুতি হেতু দিয়াছে শ্রবণ মধ্যে শ্রুতি ॥
সুস্বর কহিতে করিছে কণ্ঠ দান।
হস্ত পদ আদি যত দিছে স্থানে স্থান ॥
ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজুজিছে সভাকারে।
একের কর্তব্য আনে করিতে না পারে ॥
এসব রতন পাইয়াছে জনে জনে।
তথাপিহ দাতার মর্যাদা কেবা জানে ॥
যাহারে করিছে প্রভু এক রত্নহীন।
সেই সে জানএ মর্ম হই অতিক্ষীণ ॥
যৌবনের মর্ম জানে জরাজীর্ণ কায়।
সুস্থ মর্ম না জানএ অসুস্থ যার গায় ॥
সুখ মর্ম দুঃখী জনে না জানে রাজন।
বন্ধ্যা জনে নাহি জানে প্রসব বেদন ॥

পার্থক্য-নির্দেশ ঃ

নবম স্তবকের অনুবাদে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আলাওলের কাব্যে ব্যাখ্যা-সূচক কিছু নতুন পদ এসেছে যা মূলে নেই। যেমন "ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজুজিছে সভাকারে। একের কর্তব্য আনে করিতে না পারে ॥ এ সব রতন পাইয়াছে জনে জনে। তথাপিহ দাতার মর্য্যাদা কেবা জানে ॥" তা ছাড়া আলাওলের স্তবক-

অন্তের চারিটি চরণের পাঠ কোন পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত বটতলার পুঁথিতে বিশুদ্ধ রূপে পাওয়া যায় না, সেজন্য এক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পাঠ সংশোধন করা প্রয়োজন। আলাওলে পাচ্ছি, "যৌবনের মর্ম জানে জরাজীর্ণ কায়। সুস্থ মর্ম না জানএ অসুস্থ যার গায়॥ সুখ মর্ম দুঃখী জনে না জানে রাজন। বন্ধ্যা জনে নাহি জানে প্রসব বেদন॥"—এখানে মাত্র প্রথম চরণের পাঠ শুদ্ধ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের সঙ্গত পাঠ হবে—"সুস্থ মর্ম জানএ অসুস্থ যার গায়॥ সুখ মর্ম দুঃখী জানে না জানে রাজন।" কেননা "যাহারে করিছে প্রভু এক রত্নহীন। সেই সে জানএ মর্ম হই অতিক্ষীণ॥" এ-কথার পর যুক্তিযুক্ত ভাবে এ-উক্তিই আসবে যে যার শরীর অসুস্থ সেই বুঝতে পারে সুস্থ থাকার মূল্য কি এবং যে দুঃখী সেই অনুভব করতে পারে সুখ কাকে বলে। আলাওলের সর্বশেষ চরণের পাঠ অসঙ্গত। তিনি এখানে মূলের 'বাজা' শব্দটির ভুল অর্থ করেছেন। তিনি বন্ধ্যা অর্থ ধরেছেন। অথচ অর্থ হওয়া উচিত ছিল 'সংগ্রাম করা' অর্থাৎ "সুখের মর্ম রাজা কখনও জানেন না। যে দুঃখী দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে সেই তার মর্ম জানে।"

এ স্তবকে জায়সীর বক্তব্যের অনুকরণ তুলসীদাসের কাব্যে পাই :

বিনু পদ চলৈ বিনু কানা।
কর বিনু কর্ম বিধি নানা॥
আনন রহিত সকল রস ভোগী।
বিনু বানী বকতা বড় জোগী॥[২০ক]

জায়সীর দশম স্তবক :

অতি অপার করতা কর করনা।
বরনি না পারই কাহু[২১] বরনা॥
সাত সরগ জউঁ কাগদ করঈ।
ধরতী সাত সমুদ মসি ভরঈ॥
জাবঁত জগত সখে বন ঢাঁখা।
জাবঁত কেস রোঁব পাঁখি পাঁখা॥
জাবঁত খেহ রেহ জহঁ তাঁই।[২২]
মেঘ বূঁদ অউ গগন তরাঈ॥
সব লিখনী কই লিখু সংসারূ।
লিখি ন জাই গতি[২৩] সমুদ অপারূ॥

অইস কীনহ সব গুণ পরগটা।
অব-হুঁ সমুদ বুঁদ নহিঁ ঘটা॥
অইস জানি মন গরব ন হোঈ।
গরব করই মন বাউর সোই॥

বড় গুনবন্ত গোসাঈঁ চহই সো হোইতেহি বেগ।
অউ অস গুনী সবাঁরই জো গুণ করই অনেগ॥

বাংলা অনুবাদ ঃ

কর্তার করণ অতি অপার। কেউ তা বর্ণনা করতে সক্ষম নয়। সাত স্বর্গ এবং ধরিত্রীকে যদি কাগজ করা হয়, এবং সাত সমুদ্র যদি মসি দিয়ে পরিপূর্ণ করা হয়, জগতে যত বৃক্ষ শাখা আছে, যত রোম আছে (মনুষ্য দেহে) যত পক্ষী-পাখা আছে, যতদূর পর্যন্ত যত মাটি এবং ধূলা আছে, মেঘের বিন্দু এবং আকাশের যত তারা আছে—সব কিছুকে লেখনী করে যদি সংসার ভরে লেখা হয়, তবুও সে ঈশ্বরের সমুদ্র অপার-গুণাবলী লিখে শেষ করা যায় না। এমনই তাঁর সমস্ত গুণের প্রকাশ যে আজ পর্যন্ত সমুদ্রের এক বিন্দুও কমেনি। এসব জেনে কারো মনেই (নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে) গর্ব হওয়া উচিত নয়। যে গর্ব করবে সে উম্মাদ। বড় গুণবন্ত গোঁসাঈ যা ইচ্ছা করেন তার মধ্যেই দ্রুততা আসে (অর্থাৎ তাই অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়)। তিনি এত গুণে পরিপূর্ণ করতে পারেন মানুষকে যে, সেও অনেক গুণবন্ত কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।

আলাওলের দশম স্তবক ঃ

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।
কহিতে অপূর্ব কথা না যায় বর্ণন॥
সপ্ত স্বর্গ সপ্ত মহী বৃক্ষ পত্র যত।
সপ্ত শূণ্য ভরি যদি সৃজএ কাগদ॥
এ সপ্ত সাগর আদি যত নদ নদী।
দীঘী পুষ্করিনী কূপ মসি হয় যদি॥
জাবত বানাগ্রে যত সকল বৃক্ষ শাখ।

যত লোমাবলী আর যত পক্ষি পাখ ।।
পৃথিবীর যত রেনু স্বর্গে যত তারা ।
জীব জেহ্ন শ্বাস আর বরিষার ধারা ।।
যুগে যুগে বসি অন্তত লেখয় ।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয় ।।
সংসারের গুনি যত গুন প্রকটিল ।
এহি সমুদ্রের এক বিন্দু না টুটিল ।।
এতেক জানিয় সব গর্ব অনুচিত ।
গৌরব করএ যেই বাউরা নিশ্চিত ।
বড় গুণবন্ত স্বামী যেই ভাবে হয় ।
বহু গুণ জ্ঞাতা গুনি নিমিষে সৃজয় ।।

পার্থক্য-নির্দেশ :

। দশম স্তবকের তৃতীয় থেকে দশম চরণের অনুবাদে আলাওল কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছেন, কিন্তু তাতে মূল বক্তব্যের কোন বিকার ঘটেনি। একাদশ ও দ্বাদশ চরণের অর্থ আলাওলে বিকৃত হয়েছে। মূলে যেখানে বলা হয়েছে যে "এমনই তার গুণ এবং ক্ষমতা যে তার সৃষ্ট সমুদ্র চিরকাল একই রূপে আছে," আলাওলের পুঁথিতে সেখানে যে পাঠ আমরা পাচ্ছি তা অযৌক্তিক। "সংসারের গুনি যত গুন প্রকটিল। এহি সমুদ্রের এক বিন্দু না টুটিল ।।" এ দুই চরণের মধ্যে ভাবগত কোন সংযোগ নেই। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ ক্ষেত্রে মূলপাঠ অবলম্বন করে আলাওলের পাঠ সংশোধন করা যায়। জায়সী বলেছেন, এসব জেনে কারো মনেই গর্ব হওয়া উচিৎ নয়। যে গর্ব করবে সে উন্মাদ। প্রথমাংশের অনুবাদ আলাওলে ঠিক কাছে কিন্তু শেষাংশে আলাওলের পাঠ অশুদ্ধ। আলাওল বলছেন, "যে গৌরব করবে সে পণ্ডিত।" মূলে পণ্ডিতের স্থানে আছে 'বাউরা' 'বাউরা' অর্থাৎ উন্মাদ শব্দটি থাকলেই পাঠ শুদ্ধ হয় ।।

(খ)

তুলনামূলক আলোচনার পর আমি এখানে আলাওলের স্তুতি খণ্ডের একটি সংশোধিত পাঠ উপস্থিত করছি।

আলাওলের পাঠ-নির্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ পুঁথিই আদ্যন্ত খণ্ডিত, অনেকগুলির পাঠ অসম্ভব রকম বিকৃত, কতকগুলিতে লিপিকরের সংযোজন পর্যন্ত আছে। বটতলার ছাপা পুথিগুলি এত প্রমাদে পূর্ণ যে পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব। পাঠ-নির্ধারণের জন্য আমার অবলম্বন ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭৭, ২৮০, ২৮৫ ও ২৯৫ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, ১৩২৭ সালের হবিবি ছাপাখানায় মুদ্রিত বটতলার পুথি, ডক্টর শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক সম্পাদিত 'পদ্মাবতী'র প্রথমার্ধ এবং মালিক মুহম্মদ জায়সীর মূল "পদুমাবৎ"। জায়সীর পাঁচটি পাঠ পরীক্ষা করেছি—একটি গ্রীয়ার্সন ও সুধাকর দ্বিবেদী-সম্পাদিত, অন্য একটি রামচন্দ্র শুক্লের, একটি লালা ভগবানদীনের, অন্য একটি ভুগুতিপ্রসাদ পাণ্ডের এবং মানের শরীফ খানকায় রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপির।

আমার পাঠ নির্ধারণ-পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

ক) আলাওলের বিভিন্ন পাঠের মধ্যে যে পাঠটি মূলের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতি রক্ষা করেছে, সে পাঠ নিয়েছি।

খ) যে পাণ্ডুলিপির পাঠটি ব্যবহারের দিক থেকে প্রাচীন এবং অর্থের দিক থেকে সুস্পষ্ট আমি তা গ্রহণ করেছি।

গ) যেখানে আলাওলের পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত পুথির পাঠ সম্পূর্ণ বিকৃত এবং অর্থহীন, সেখানে মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আমি পাঠ-শংশোধন করেছি।

মূলের চরণ-বিন্যাসের ক্রমিকতা অনেক সময় আলাওলের মধ্যে পাওয়া যায় না। এক স্তবকের দুইটি চরণ হয়ত অন্য স্তবকে যেয়ে মিলিত হয়েছে, তাতে অনেক সময় অর্থের সামঞ্জস্য থাকে নি। আমি সে-ক্ষেত্রে মূলকে অনুসরণ করে আলাওলের চরণ ও স্তবক-বিন্যাস সংশোধন করেছি। আলাওলের চরণ ও স্তবক-বিন্যাস আদিতে কি ছিল তা আমাদের জানবার উপায় নেই, বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন প্রকারের বিন্যাস দেখা যায়। সে-ক্ষেত্রে মূলকে অনুসরণ করাই আমার কাছে সমীচীন বলে মনে হয়েছে। টীকা অংশে প্রয়োজনীয় পাঠান্তর দিয়েছি।

আলাওলের স্তুতি-খণ্ডের সংশোধিত পাঠ

১।১ প্রথমে প্রণাম করি এক[১] করতার।
যেই[২] প্রভু জিবদান সৃজিল সংসার ॥
করিল প্রথম[৩] আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকট[৪] করিল কবিলাস ॥
সৃজিলেন্ত আগুন[৫] পবন জল ক্ষিতি।
নানারঙ্গে সৃজিলেন্ত করি নানা ভাতি ॥
সৃজিলেন্ত পাতাল মহী সর্গ নর্কআর।[৬]
স্থানে ২ নানা বর্ণ[৭] করিল প্রচার ॥
সৃজিলেন্ত দিবাকর শশি দিবারাতি।
সৃজিলেন্ত নক্ষত্র নির্মল পাঁতি ২ ॥
সৃজিলেন্ত শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র ছায়া আর।[৮]
করিল মেঘের মাঝে বিদ্যুত সঞ্চার ॥
সৃজিলেন্ত সপ্ত মহী সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড।
চতুর্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড ২ ॥[৯]

১।২ সৃজিলেন্ত সমুদ্র মেরু জলচর কুল।
সৃজিলেন্ত ছিপিতে মুক্তা রত্ন বহু মূল ॥[১০]
সৃজিলেন্ত পান ফুল বহু ভোগ্য স্বাদ।[১১]
সৃজিলেন্ত নানা রোগ নানান ঔষধ ॥
এতেক সৃজিতে তিল না হৈল বিলম্ব।
অন্তরীক্ষ গগন রাখিছে বিনি স্তম্ভ ॥[১২]

১।৩ সৃজিয়া মানব রূপ করিল মহৎ।
অন্ন আদি নানাবিধ দিয়াছে ভোগত ॥
সৃজিলেন্ত নৃপতি ভুঞ্জয় সুখরাজ।
হস্তী অশ্ব নরআদি দিছে তার সাজ ॥
সৃজিলেন্ত নানা দ্রব্য এ ভোগ্য বিলাস।
কাকে কৈল ঈশ্বর কাকে কৈল দাস ॥

আপন প্রচার হেতু সৃজিল জীবন। [১৩]
নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ।। [১৪]
কাকে কৈল সুখভোগ সতত আনন্দ।
কেহ দুঃখ উপবাসী চিন্তাযুক্ত ধন্দ।। [১৫]
কাকে কৈল ভিক্ষুক কাকে কৈল ধনি।
কাকে কৈল নিগুণি কাকে কৈল গুণি।।
কাকে কৈল নির্বলি কাকে বলি আর।
ছার[১৬] হোন্তে জন্মিয়া করএ পুনি ছার।। [১৬*]

১।৪ সুগন্ধি সৃজিল প্রভু স্বর্গ আকলিতে।
সৃজিলেন্ত দুর্গন্ধ নরক জানাইতে।।
মিষ্টরস সৃজিলেন্ত কৃপা অনুরোধ।
তিক্ত কটু কষা সৃজি জানাইল ক্রোধ।।
পুষ্পে জন্মাইল মধু গোপত আকার।
সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার।
সুরাসুর রাক্ষস গন্ধর্ব্য অপসর।
কীট পিপীলিকা আদি যত চরাচর।।
অষ্টাদশ সহস্র বরণ অনুপাম।
ভুগুতি[১৭] বন্টিতে হৈল সিদ্ধ মনকাম।। [১৮]

১।৫ সেই ধনপতি সব যাহার সংসার।
সকলের দেন্ত নিত্য[১৯] না টুটে ভাণ্ডার।।
জগ জীব পশু পক্ষী পিপিলিকা আর। [২০]
কাকে নাহি বিস্মরয়[২১] দিয়াছে আহার।।
সকলের উপরে তাহার দৃষ্টি আছে।
কিবা মিত্র কিবা শত্রু কাকে নাহি বাছে।। [২২]
হেন দাতা আছে কোথা গুণ জগজনে।
সভাকে খায়াএ পুনি না খায় আপনে।। [২৩]
জীবন আহার দানে করিছে আশ্বাস।
সকলের আশা পুরে আপনে নৈরাশ।। [২৪]
যুগে যুগে করে দান না টুটে ভাণ্ডার।
জগ জনে যাহা[২৫] দিছে সেই দান তার।।

১।৬ আদি অন্ত সংসারে সেই এক রাজা।
ত্রিলোকের জীবজন্তু যারে করে পূজা॥
সবান পর সে[২৬] সেই সে ঈশ্বর।
যারে চাহে তার ছায়া করে রাজ্যধর॥[২৭]
নৈরাশ করএ তিল রঙ্কের প্রমান।[২৮]
আর কেহ নাহি তার দোসর সমান॥[২৯]
পর্বত করএ রেনু[৩০] দেখে সর্বলোকে।
হস্তীরে করএ পিপীলিকা সমযোগে॥**
যেই ইচ্ছা সেই করে কেহ নাহি জানে।
মন বুদ্ধি অন্ধ ধন্দ তাহার কারণে॥
সেই সে সকল গড়ে সকল ভাঙ্গয়।
ভাঙ্গিয়া গঠএ পুনি যদি মনে লয়॥

১।৭ অলক্ষ অরূপ অবরণ সেই কর্তা।[৩১]
তাহা হন্তে সকল সেই জগত হর্তা॥
প্রকট গোপত আছে সর্ব বেয়াপি।
ধার্মিক চিহ্নয় তারে না চিহ্নয় পাপী॥[৩২]
তাত মাত দারা সুত সকল বর্জিত।
দোসর কুটুম্ব নাহি সম্বন্ধ রহিত॥
আপনে সৃজক[৩৩] সেই না হয় সৃজন॥
যেন ছিল তেন আছে থাকিব তেমন॥
যেই জনে আন ভাবে সেই মুর্খ-অন্ধ।
দিন চারি বিলম্বে মরিব হৈব ধন্দ॥
যাহা ইচ্ছা তাহা করে, করে যাহা ভাবে।
বুঝিতে না পারে কেহ অপচয় লভে।

১।৮ এহি বিধি চিহ্ন প্রভু করিয়া যে জ্ঞান।[৩৫]
যেন মতে পুরানে[৩৬] আগে করিছে বাখান॥
বিনি জীবে জিয়ে বিনি করে করে কর্ম।[৩৭]
জিহ্বা নাহি বলে সেই কে জানিব মর্ম॥[৩৮]
অঙ্গ নাহি সব কিছু কর্ণ বিনু শুনি।[৩৯]
হিয়া বিনু ভূত ভবিষ্যৎ সব গুনি॥[৪০]

চক্ষু বিনু হেরি পন্থ [৪১] পথ বিনে গতি।
কোন রূপ সম নহে অনন্ত মুরতি॥
স্থান বিবর্জিত মাত্র আছে সর্ব ঠাম।
রূপ রেখা বহির্ভূত নিরমল নাম॥ [৪২]
কাহাতে না মিশে সর্ব ঠামে ভরিপুর।
দৃষ্টিমন্ত নিকটেতে মূর্খ অন্ধে দূর॥ [৪৩]

১।৯ আর যত দিয়া হস্ত রত্ন অ-মূলিত।
না জানএ মূর্খ তার মর্ম কদাচিত॥ [৪৪]
বাক্য ষটরস [৪৫] হেতু রসনা প্রসাদ।
হাস্য লাগি দশন লইতে নানাস্বাদ॥
দরশন হেতু দিয়া আছে চক্ষু জ্যোতি।
শ্রুতিহেতু দিয়াছে শ্রবণ মধ্যে শ্রুতি॥
সুস্বর কহিতে করিছে কণ্ঠদান।
হস্তপদ আদি যত দিছে স্থানে স্থান॥
ভিন্ন ভিন্ন রূপে [৪৬] নিজুজিছে সভাকারে।
একের কর্তব্য আনে করিতে না পারে॥
এ সব রতন পাইয়াছে জনে ২।
তথাপিহ দাতার মর্যাদা কেবা জানে॥ [৪৭]
যাহারে করিছে প্রভু এক রত্নহীন।
সেই সে জানএ মর্ম হই অতিক্ষীন॥ [৪৮]
যৌবনের মর্ম জানে জরাজীর্ণ কায়। [৪৯]
সুস্থ মর্ম জানএ অসুস্থ যার গায়॥
সুখ মর্ম দুঃখী জানে না জানে রাজন।
বন্ধ্যা জনে নাহি জানে [৫০] প্রসব বেদন॥

১।১০ অনেক অপার অতি প্রভুর করণ। [৫১]
কহিতে অপূর্ব [৫২] কথা না যায় বর্ণন॥ [৫৩]
সপ্ত সর্গ সপ্ত মহী বৃক্ষপত্র যত।
সপ্ত শূন্য ভরি যদি সৃজএ কাগত॥
এ সপ্ত সাগর আদি যত নদনদী।
দীঘি পুষ্করিণী কূপ মসি হয় যদি॥ [৫৪]

জাবত বনাগ্রে যত সকল বৃক্ষ শাখ।
যত লোমাবলা আর যত পক্ষি পাখ ।। ৫৫
পৃথিবীর যত রেনু স্বর্গে যত তারা।
জীব জেহ্ন ৫৬ শ্বাস আর বরিষার ধারা ।।
যুগে যুগে বসি যদি অস্তত ৫৭ লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয় ।। ৫৮
সংসারের গুনি যত গুণ প্রকটিল।
এহি সমুদ্রের এক বিন্দু না টুটিল ।।
এতে জনিয়া সব গর্ব অনুচিত।
গৌরব করএ যেই বাউরা ৫৯ নিশ্চিত ।।
বড় গুনবন্ত স্বামী যেই ভাব হয়।
বহুগুণ জ্ঞাতা গুনি নিমিষে সৃজয় ।।

স্তুতি-খণ্ড

ক. প্রবন্ধ-অংশের টীকা

(সংকেত : সু=সুধাকর দ্বিবেদী ; শু=রামচন্দ্র শুক্ল ; ভ=লালা ভগবানদীন ; জা=জায়সী ; আ=আলাওল)

১। সুধাকর-চন্দ্রিকা, অস্তুতি-খণ্ডের টীকা-ভাষ্যে সম্পাদকের মন্তব্য। (Bibliotheca Indica, New Series No. 877, Calcutta 1896 - হিন্দী মন্তব্য-অংশের ২য় পৃষ্ঠা।)

২। (ক) গ্রীয়ারসন ও সুধাকর দ্বিবেদী (Bibliotheca Indica, New Series nos. 877, 920, 951, 1024, 1172 and 1273, Calcutta—প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৯৬, ১৮৯৮, ১৮৯৯, ১৯০২, ১৯০৭ ও ১৯১১), (খ) রামচন্দ্র শুক্ল, জায়সী গ্রন্থাবলী, রামচন্দ্র শুক্ল সম্পাদিত, নাগরী প্রচারিণী সভা, বারাণসী...প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ, (গ) সূর্য্যকান্ত শাস্ত্রী সম্পাদিত (Punjab University Oriental Publications No. 25, 1934) 'পদ্মাবতে'র বিভিন্ন সংস্করণে স্তুতি-খণ্ডের মধ্যে আল্লার বন্দনা, রসুলের গুণকীর্তন, চারি আস্‌হাবের বিবরণ এবং জায়সীর আত্ম-পরিচয় পাওয়া যায়। লালা ভগবানদীন (পদ্মাবত—লালা ভগবানদীন-সম্পাদিত, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ ১৯৩৪) এবং ভুগুতি প্রসাদ পাণ্ডে 'স্তুতি-খণ্ডে' একমাত্র আল্লার বন্দনা রেখেছেন। ভগবানদীন এর নাম দিয়েছেন 'মঙ্গলাচরণ'।

৩। হবিবি ছাপাখানায় মুদ্রিত ১৩১৭ সালে প্রকাশিত 'পদ্মাবতীর' পুথি।

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত এবং 'পুথি-পরিচিতি' গ্রন্থে (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮) অসম্পূর্ণ এবং বিশৃংখল ভাবে আলোচিত ২৭৭, ২৮০, ২৮৫ ও ২৯৫ সংখ্যক পুথি।

৫। পাঠান্তর 'পরবত' (সু)। গৃহীত পাঠটি শুক্লের।

৬। পাঠান্তর 'সাত দীপ নবখণ্ড' (ভ)।

৭। পাঠান্তর 'তেহি' (সু)।

৮। পাঠান্তর 'রস' (সু)।

৯। শুক্লর পাঠে এ-চরণ দু'টি নেই।

১০। পাঠান্তর 'বিপতি সম্পদা' (ভ)।

১১। পাঠান্তর 'কপুরেনা' (ভ)।

১২। পাঠান্তর 'জো মুখ বিখ' (ভ, শু)।

১৩। পাঠান্তর 'ভুইঁ করী' (ভ)।

১৪। পাঠান্তর 'সবৈ আস-হর তাকর আসা' (শু)।

১৫। পাঠান্তর 'এক বরনেঁা সোই' (শু)।

১৬। পাঠান্তর 'আদি ন অন্ত' (শু)।

১৭। পাঠান্তর 'ছবহিঁ অছত' (শু)।

১৮। পাঠান্তর 'কাহু বহুত ভুখ দুখ মারা' (শু)।

১৯। পাঠান্তর 'করৈ সোই জো চিত্ত ন হোঈ' (শু)।

২০। পাঠান্তর 'দুখ' (শু)।

২০ (ক) ভগবানদীন কর্তৃক ৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত।

২১। পাঠান্তর 'কোউ পাবৈ' (ভ)।

২২। পাঠান্তর 'দুনিয়াঈ' (ভ)।

২৩। পাঠান্তর 'গুণ' (ভ)।

খ. আলাওলের 'স্তুতি-খণ্ডের' পাঠান্তর

১। এক (জা); পাঠান্তর (আ) প্রভু।

২। জেহি (জা); পাঠান্তর (আ) সেই।

৩। প্রথম (জা); পাঠান্তর (আ) সর্বত্র, পর্বত।

৪। পিরীত কৈলাসু (জা)

৫। অগিনি (জা); পাঠান্তর (আ) আনল।

৬। পাঠান্তর (আ) নৈরাকার।

৭। বরণ (জা); পাঠান্তর (আ) বস্তু।

৮। কীন্‌হেসি ধুপ, সীউ ঔ ছাঁহা (জা); পাঠান্তর 'সৃজিলেক সুশীতল গ্রীষ্ম রৌদ্র আর (আ)।

৯। 'সৃজিলেন্ত.....খণ্ড ২।'—চরণদ্বয় আলাওলের পুঁথিতে 'স্থানে স্থানে নানা বর্ণ করিল প্রচার' এর পরে পাওয়া যায়। এখানে আমরা জায়সীর চরণ-বিন্যাস অনুসরণ করেছি।

১০। 'কীন্‌হেসি সীপ, মোতি জেহি ভরে' (জা); পাঠান্তর 'সৃজিলেক ছিপ শুক্তি রত্ন বহুল' (আ); 'সৃজিলেক ছিপি মুক্তা রত্ন বহুমূল' (আ)।

১১। 'কীন্‌হেসি পান ফুল বহু ভোগূ' (জা)। জায়সীর পাঠ অবলম্বন করে এ-চরণটি সংশোধন করতে হয়েছে। আলাওলের পুঁথির পাঠ অত্যন্ত বিকৃত এবং অর্থহীন। বটতলার পুথি এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত পাঠ 'সৃজিলেক বনতরু পক্ষী নানা স্বাদ' এবং 'সৃজিলেক বনতরু পক্ষী নানা ব্যাধ।'

১২। 'নিমিখ ন লাগ করত ওহি, সবৈ কান্‌হ পল এক।
গগন অন্তরিখ রাখা বাজ খম্ভ বিনু টেক॥' (জা)
আলাওলে এ-চরণ দুটির অনুবাদ 'ভুগুতি বন্দিতে হইল সিদ্ধ মনস্কাম'—এর পরে এসেছে। পাঠান্তর (আ) 'অন্তরিক্ষ গঠিয়া রাখিছে বিনি স্তম্ভ' এবং 'অন্তরিক্ষ গগন রাখিছে বিহঙ্গম''।

১৩। পাঠান্তর (আ) কিরণ।

১৪। এ-চরণদ্বয় জায়সীতে নেই।

১৫। 'কীন্‌হেসী সুখ ঔ কোটি অনন্দু। কীন্‌হেসী দুঃখ চিন্তা ঔ ধন্ধু।' (জা)

১৬। পাঠান্তর (আ) হার।

* আলাওলের দুটি পাণ্ডুলিপিতে এরপর একটি অতিরিক্ত পাঠ আছে—'বসতি অংকুর তিন বির্জ উপসম। শ্বাসধারী জত আর স্থাবর জঙ্গম।' এ-পাঠের কোনও অর্থ হয় না। এটা সম্ভবতঃ কোনও লিপিকরের সংযোজন। জায়সীতে এটা নেই।

১৭। ভুগুতি (জা); পাঠান্তর (আ) ভূপতি।

১৮। পাঠান্তর (আ) দশকাম।

১৯। দেয় নিত (জা); পাঠান্তর (আ) দিছে নিতে; দেয় দান।

২০। 'জাবত জগত হস্তি ঔ চাঁটা' (জা); পাঠান্তর (আ) 'গুরু করি পিপিলিকা অতি ক্ষুদ্রাকার'।

২১। পাঠান্তর (আ) বিস্মরণ।

২২। 'তাকর দৃষ্টি জো সব উপরাহী। মিত্র সত্রু কোউ বিসরৈ নাহী॥' (জা)

২৩। 'সবহিঁ খবাবৈ আপু ন খাঈ।' (জা)

২৪। কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে এ-দুটি চরণ নেই।

২৫। পাঠান্তর (আ) জেই; জারে।

২৬। পাঠান্তর (আ) 'সকলের শির পরে'। এখানে জায়সীর পাঠ 'সদা সরব্‌দা রাজ করেঈ'।

২৭। 'ঐ জেহি চহৈ রাজ তেহি দেঈ' (জা)। পাঠান্তর 'যাকে চাহে তাকে তিলে করে রাজ্যধর'।

২৮। পাঠান্তর (আ) 'নিরূপে করএ তিলে রঙ্কের প্রমাণ'।

২৯। পাঠান্তর (আ) 'আর এক নাহি তান দোসর প্রধান'।

৩০। পাঠান্তর (আ) রেখ।

**একটি পাণ্ডুলিপিতে এরপর পরের স্তবকের 'আপনে সৃজনে.....থাকিব তেমন' চরণদ্বয় এসেছে।

৩১। 'অলখ অরূপ অবরণ সো কর্তা (জা)।' এখানে পাঠ-নির্মাণ করতে হয়েছে। আলাওলের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত বটতলার পুথির পাঠ অর্থহীন—'অলক্ষ অবর্ণ অন্তরূপ সেই কর্ত্তা'।

৩২। 'পরগট গুপুত সেব সরব-বিয়াপা। ধরমী চীহ্ন চীহ্ন নহি পাপী (জা)।' পাঠান্তর (আ) 'প্রকট গোপত আছে সবাকারে ব্যাপি। ধর্ম আছে চিনে তারে না চিনন্ত পাপী।'

৩৩। পাঠান্তর (আ) সৃজনে।

৩৪। 'জো চাহঁা সো কীন্ হেসি করৈ জো চাহৈ কীহ্ন (জা)।' পাঠান্তর (আ) 'জে ইচ্ছায় করিব করিব সেই ভাব'; 'জেই ভাবে করিল করিব সেই ভাব।"

৩৫। 'য়হি বিধি চীহ্নহু করৌ গিয়ানু' (জা); পাঠান্তর (আ) "এহি বুদ্ধি ছিল প্রভু করিয়া যে জ্ঞান।'

৩৬। পুরান (জা); পাঠান্তর (আ) কোরান।

৩৭। জীব নাহিঁ জিয়ৈ গোসাঈঁ। কর নাহী পৈ করৈ সবাঈঁ (জা)।। পাঠান্তর (আ) 'বিবর্জিত বিনু কাহার জে কর্ম; 'বিনি জাতে জিএ কিবা করে কার কর্ম।'

৩৮। 'জীভ নাহিঁ পৈ সব কুহ বোলা (জা)।' পাঠান্তর (আ) 'জিন্দাহীন ভক্ত সেই কে জানিব মর্ম।'

৩৯। পাঠান্তর (আ) 'অনাদেহ মন প্রভু কর্ণ বিনু শুনে।'

৪০। 'হিয়া নাহিঁ পৈ সব কুহ গুণা' (জা)।

৪১। পাঠান্তর (আ) সব।

৪২। রূপ রেখা বিন নিরমল নাউ। (জা)

৪৩। 'দিষ্টিবন্ত কহেঁ নিয়রে অন্ধ মুকুর কহঁ দুর' (জা); পাঠান্তর (আ) দৃষ্টিবন্ত নিকটেতে চক্ষুহীনে দুর।'

৪৪। 'ঔর জো দীহ্নেসি রতন অমোলা। তাকর মরম না জানৈ ভোলা' (জা)।

৪৫। পাঠান্তর (আ) প্রকাশের।

৪৬। পাঠান্তর (আ) কার্য্য।

৪৭। পাঠান্তর (আ) বুঝে কনে।

৪৮। 'সো পৈ মরম জানু জেহি নাহঁী (জা)।' জায়সীর এ-চরণটি আলাওলের কাব্যে 'যাহারে করিছে .....হই অতি ক্ষীণ' এ-দুটি চরণে রূপান্তরিত হয়েছে। এর পূর্বের চারিটি চরণ 'ভিন্ন ভিন্ন রূপে .....কেবা জানে', মূলে নেই।

৪৯। পাঠান্তর (আ) যার জীর্ণ কায়।

৫০। পাঠান্তর (আ) না জানে কভু।

৫১। 'অতি অপার করতা কৈ করনা' (জা)। পাঠান্তর (আ) 'অনেক অপার কীর্তি সেই নিরাঞ্জন'।

৫২। পাঠান্তর (আ) অসক্য।

৫৩। পাঠান্তর (আ) কহন।

৫৪। পাঠান্তর (আ) 'দীঘি সে পুকরিনী আদি মসি হয় যদি।'

৫৫। 'জাঁবত জগ পাখা বন ঢাঁখা। জাঁবত কেস রোম পঁখি পাঁখা (জা)। পাঠান্তর (আ) 'যত বিধি নবগ্রহ আর বৃক্ষ শাখা। যত লোম হয় আর কত অঙ্গ পাখা।'

৫৬। পাঠান্তর (আ) জন্ত।

৫৭। পাঠান্তর (আ) অমৃত।

৫৮। পাঠান্তর (আ) সহস্র ভাগের পুনি এক ভাগ নয়।

৫৯। বাউর (জা); আলাওলের পুথিগুলিতে এ-স্থানে 'পণ্ডিত' এবং 'অনর্থ' আছে, উভয় শব্দেই বাক্যের অর্থ বিকৃত হয় বিধায় আমি মূলের 'বাউরা' শব্দটি এখানে প্রয়োগ করলাম।